কলিকালে অবাক কাণ্ড
মানুষের পেটে সাপের জন্ম

শ্রীআদিত্যনাথ দাস প্রণীত

—প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির
১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—এক আনা মাত্র।

মানুষের পেটে সাপ

কলিকালে অবাক কাণ্ড—অদ্ভুত কথা রটে,
মানবীর পেটে সর্পের জন্ম—তাজ্জব ব্যাপার বটে!
করিমগঞ্জে এক প্রসূতির প্রসব বেদনা ধরে',
প্রসবান্তে তাকিয়ে দেখে' ভয়ে কাঁপে ডরে।
পাঁচ মিনিট প্রায় বেঁচে ছিল সর্প শিশু হায়!
পাড়ার লোকে দেখে সবে আশ্চর্য হ'য়ে যায়।
তারপর শুনি প্রসূতি নাকি আবার প্রসব করে,
এক মৃত সন্তান প্রসব করে' নিজেও গেল মরে'।
আরও এক অদ্ভুত জন্ম চব্বিশ পরগণায় ঘটে,
কিম্ভূতকিমাকার সন্তান প্রসব এক নারী করেছে, রটে!
বিকট আকৃতির চেহারা তার দেখ্‌লে লাগে ভয়,
দুইটী মাথা, দুইটী মুখ, আরও চোখ চারটি রয়।
চারটী হাত, চারটী পা, দুটি গুহ্যদ্বার,
হাতে পায়ে আঙ্গুল পাঁচটি, নাভি একটি তার।
নাভিদেশ হ'তে বিভক্ত হয়ে দেহ দুটি হয়,
ভূমিষ্ঠ হ'য়ে সন্তান নাকি পনর মিনিট বেঁচে রয়।
কালে কালে দেখ্‌ছি কত, দেখবো কত আর,
কলিকালের শেষে দেখ্‌ছি রূপকথা মানে হার।

করিমগঞ্জের নিকটবর্ত্তী এক বাগানে এক মহিলা একটি সর্প প্রসব করেন। ইহার পরই একটি মৃত শিশু প্রসব করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মহিলার মৃত্যু ঘটে। সাপটি পাঁচ মিনিট কাল বাঁচিয়া থাকিয়া মরিয়া যায়।

২৪ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত সামালী গ্রামে একটি অদ্ভুদ আকৃতির মানবশিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শিশুর দুই দিকে ২টি মুখ, ৪টি চোখ, ৪টি হাত এবং ৪টি পা। হাতে পায়ে করিয়া আঙ্গুল। শিশুটির একটি নাভি, নাভিদেশে হইতে দেহ

অংশে বিভক্ত এবং ২টি গুহাদ্বার। শিশুটি নবম মাসে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ১৫ মিনিট পর্যন্ত জীবিত ছিল। শিশুটিকে একটি কাঁচের পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। আঃ—৬।৫।৫৮

পুরুষ মাতার সন্তান প্রসব

পৃথিবী একটি পরম বিস্ময়কর গ্রহ। কত অস্বাভাবিক ঘটনাই যে ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সম্প্রতি উত্তর ভিয়েৎনাম হইতে একজন "পুরুষ-মাতা"র সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ভিয়েৎনামের ১৮ বৎসর বয়স্ক তরুণ এ, হুই কিছুদিন যাবৎ তলপেটে বেদনা অনুভব করিতেছিল। পরে তাহার উদর গর্ভবতী নারীর মত স্ফীত হইয়া উঠে। তাহাকে হানয়ের ইয়ারমিন হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। গত ২৬শে অক্টোবর চিকিৎসকগণ দক্ষতার সঙ্গে তাহাকে অস্ত্রোপচার করেন।

অতঃপর সে একটি পুত্র সন্তান 'প্রসব' করে। শিশুটির বাঁ পা ও বাঁ হাত ছিল না। কিন্তু চারিটী দাঁত, দীর্ঘ কেশ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইয়াছিল। অস্ত্রোপচারের পর এই পুরুষ মাতাটি ভালই আছে। সে এখনও হানয়ে বাস করে। তবে ১২ ঘণ্টা পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

এই অদ্ভুত 'পুত্র প্রসবে'র সংবাদটি একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং 'মাতা' ও শিশুকে দেখিবার জন্য লোকে দলে দলে হাসপাতালে আসিয়া ভীড় করিতে থাকে। শ্রী অজিত কুমার তারণ নামে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক হানয়ের এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। তিনি এখন কলিকাতায় আছেন এবং ব্যাপারটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে দিয়াছেন। লিঙ্গ-রূপান্তরকে চিকিৎসকগণ ইতঃপূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমানে পুরুষের 'মাতৃত্ব' চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আঃ-বাঃ—৫।১২।৫৬

পুরুষের পেটে ছেলে

ঘোর কলিতে অবাক্ কাণ্ড ঘট্‌লো বিষম দায়,
পুরুষের পেটে সন্তান জন্ম নিয়েছে নাকি হায়!
লাহোরের হাসপাতালে এলো এক রুগী,
জয়ঢাকের মত পেটটা নিয়ে টিউমার রোগে ভুগি;
বয়স তার বছর পঁচিশ নাম উমেরওয়ান্দা,
রোগে ভুগে ভীষণ কাবু হয়েছে সে বান্দা।
ডাক্তারী পরীক্ষা চলে যখন রোগী কেঁদে কয়,
ফুটবলের মত পেটটা মোর দিন দিন বেড়ে যায়।
মাঝে মাঝে স্ফীতস্থানে বেদনা অনুভব হয়,
সাংঘাতিক রকমের টিউমার বলে ধারণা জন্মায়।
তাই এসেছি হাসপাতালে সুচিকিৎসার আশে,
রক্ষা করুন ডাক্তার সাহেব ভয়ে মরি ত্রাসে।
রোগী পরীক্ষা করি তখন ডাক্তার বাবু কয়,
অপারেশন কর্‌তে হবে জেনেছি নিশ্চয়।
সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হ'ল এলো অস্ত্র-শস্ত্র,
পেট চিরে ডাক্তারের হ'ল বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্র।
অবাক কাণ্ড পুরুষের পেটে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে,
সন্তান এক জন্ম লয়েছে তাজ্জব ব্যাপার বটে!
দেহটা তার হৃষ্টপুষ্ট চুলগুলো লম্বা অতিশয়,
সেই চুল কেটে পাকিয়ে শেষে বিশ হাত দড়ি হয়।
মনে পড়ে সেকালের এক সূর্য্যবংশীয় নৃপতির কথা,
পিতার পার্শ্বদেশ হ'তে জন্ম নিয়েছিল মান্ধাতা।

(চার)

দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয়ে যুবনাশ্ব নন্দন,
রাজ্য প্রাপ্ত হয়ে করেন ন্যায়ের শাসন।
দিগ্বিজয়ে মান্ধাতার কীর্ত্তি কত রয়,
বাহুবলে করেছিলেন বহুদেশ জয়।
রাবণের সহিত যুদ্ধে তুল্য শক্তি ধরে,
সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হ'ন উভয়ে তৎপরে।
পৃথিবী জয় করি করেন স্বর্গ জয় আশ,
অমরাবতীতে ঢুকে শেষে ঘটে সর্ব্বনাশ!
দেবরাজের কথায় মান্ধাতা মধুবনে ধায়,
মধুতনয় লবণের শূলে প্রাণ শেষে যায়।
আবার বুঝি সেই জন্ম ঘটিল লাহোরে,
আবার কি এলো মান্ধাতা বিশ্ব-দিগ্বিজয় তরে?
উল্টো কলিতে উল্টো কাণ্ড কতই দেখ্‌ছি ভাই!
বিজ্ঞান যুগে অজ্ঞান হয়ে ভেবে মর্‌ছি তাই।
আরও কত উল্‌টো কাণ্ড হচ্ছে শোনা যায়,
রূপান্তর হচ্ছে নাকি মানুষ এখন হায়!
নারী এখন হচ্ছে পুরুষ—পুরুষ হচ্ছে নারী,
উল্‌টো কলিতে উল্‌টে গিয়ে দেখ্‌ছি মজা ভারি।
একে একে উল্‌টিয়ে যাচ্ছে—সবই এখন ভাই!
বিশ্বটা কবে উল্‌টে যাবে ভাব্‌ছি বসে তাই।

— —

পুরুষের পেটে ছেলে

লাহোরের বাহাওয়ালপুরে ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে ২৫ বৎসর বয়স্ক জনৈক পুরুষ-রোগীর পেটে সন্তান জন্মিয়াছে। তাহার দেহে যে প্রাথমিক অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে, তাহার ফলে জানা গিয়াছে যে, তাহার তলপেটের গহ্বর মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বর্দ্ধিত কেশাচ্ছাদিত মস্তক, দন্ত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উর্দ্ধদেহ সমন্বিত একটি শিশু রহিয়াছে।

এই রোগীটির নাম উমেরওয়ান্দা। সে বলে যে তাহার বাম কটি-প্রদেশে একটি স্থান ফুটবলের আকার-বিশিষ্ট হইয়া ফুলিয়া উঠিতে থাকে। সে এই স্ফীত স্থানকে সাংঘাতিক ধরণের টিউমার বলিয়া মনে করিয়াছিল। ঐ স্ফীত স্থানে মাঝে মাঝে তাহার বেদনা বোধ হইত। কিন্তু অস্ত্রোপচার করিয়া হাসপাতালের সার্জ্জন দেখিতে পান যে, ঐ স্ফীত স্থানের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বর্দ্ধিত একটি শিশু রহিয়াছে।

সার্জ্জনের মতে ঐ শিশুটি প্রকৃতপক্ষে উমেরওয়ান্দার যমজ এবং তাহার বয়স উমেরওয়ান্দার বয়সেরই সমান। উমেরওয়ান্দা যখন মাতৃজঠরে ছিল, তখন জীবনীশক্তিসম্পন্ন যমজ ডিম্বাণুটি তাহার তলপেটের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তথায় ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে বলিয়া মনে হয়।

গত ২৫ বৎসর ধরিয়া ঐ যমজটি উমেরওয়ান্দার দেহমধ্যে রহিয়াছে। অস্ত্রোপচারের ইতিহাসে ইহা এই প্রকারের দ্বিতীয় ঘটনা।

সার্জ্জন বলেন যে, রোগীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে যমজটি উমেরওয়ান্দার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পার

যাইতেছে না। অস্ত্রোপচার করিতে ১০ দিন সময় লাগিতে পারে এবং তাহাতে সাফল্যের সম্ভাবনা শতকরা ৫০ ভাগ।

সার্জ্জন উমেরওয়ান্দার দেহমধ্যে শিশুর কোমল সুন্দর কেশরাশি চাঁচিয়া ফেলিয়াছেন এবং সেই কেশরাশি হইতে ১০ গজ দীর্ঘ একটি দড়ি প্রস্তুত করিয়া তাহা দর্শকগণকে দেখাইতেছেন। আঃ পঃ—৬।৩।৫৪

যৌন-রূপান্তর

পুরুষ নারীতে পরিণত

লণ্ডনে রব কাউয়েল (বয়স ৩৩) দুটি সন্তানের পিতা এবং গত যুদ্ধের সময় পাইলট ছিলেন। তিনি সম্প্রতি সম্পূর্ণরূপে সুকেশিনী ও মনোহারিণী নারীতে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। চিকিৎসকগণ চিকিৎসার ইতিহাসে ইহাকে সম্পূর্ণ যৌন-রূপান্তরের ঘটনা বলিয়া মনে করেন। চিকিৎসকগণ বলেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এইরূপ সম্পূর্ণ লিঙ্গান্তর সম্ভব হয় নাই।

১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত ভূতপূর্ব্ব পাইলট রব কাউয়েল বর্ত্তমানে রবার্টা এলিজাবেথ নাম্নী নারী হইয়াছে। তাঁহার প্রচলিত নাম 'বেটি' হইয়াছে। তিনি তাঁহার নূতন জীবনের সহিত নিজেকে সম্পূর্ণরূপে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছেন।

নারীতে রূপান্তর হইবার এক বৎসর পরে ১৯৫২ সালে পূর্ব্বজীবনের পত্নীর সহিত তাঁহার বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়াছে। পুরুষ রব কাউয়েলের সন্তান দু'টিকে লালন-পালন করিতেছেন। রবের স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন।

রব কাউয়েলের পিতা মেজর জেনারেল স্যার অরণেষ্ট কাউয়েল পরলোকগত রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের অবৈতনিক সার্জ্জন এবং জেনারেল আইসেন হাওয়ারের যুদ্ধকালীন চিকিৎসা-উপদেষ্টা ছিলেন।

১৯৪৮ সাল হইতে তিনি তাঁহার অদ্ভুত যৌন-রূপান্তরের বিষয় অবগত হন। তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিলে তাঁহার যৌন-রূপান্তর ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে হরমোন চিকিৎসার পরামর্শ দেন। দেহে ও মনে অভূতপূর্ব্ব বিভ্রান্তিকর অবস্থার জন্য তিনি মোটর রেস ও বন্ধুবান্ধবের সহিত মেলামেশা বন্ধ করিয়া দেন। তিন বৎসর যাবৎ লণ্ডনের একটি হাসপাতালে প্লাষ্টিক অস্ত্র-চিকিৎসার পর তিনি সম্পূর্ণরূপে নারীতে রূপান্তরিত হন।

তিনি পূর্ব্বে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসার পরিচালনা করিতেন এবং মোটর রেস ও খেলাধূলা ভালবাসিতেন।

নারী পুরুষে পরিণত

আলিগড়ে ১৮ বৎসর বয়স্কা জনৈকা তরুণীর যৌন-রূপান্তরের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই তরুণীটি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীদের কলেজের একজন ছাত্রী এবং একটি হোটেলের মুসলমান মালিকের কন্যা।

তরুণীটির তলপেটের নিম্নভাগে একটি প্লাণ্ডের উদ্ভব হয় এবং তাহাতে প্রায়ই বেদনা বোধ হইতে থাকে বলিয়া জানা যায়। চারিদিন যাবৎ বেদনা অতি তীব্র হইয়া উঠিলে সে জনৈকা নার্সকে ডাকিয়া পাঠায়। এই নার্সটি তাহার মাসী। অল্প কিছুদিন পরে ঐ প্লাণ্ডটি ফাটিয়া যায় এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার যৌন-রূপান্তর ঘটিয়াছে। আঃ পঃ—ভারত

প্রিণ্টার—শ্রীসন্তোষ কুমার দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস"
১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।